ভূমিকা

বাংলা কথাসাহিত্যে চোমং লামা একজন ব্যতিক্রমী লেখক। তাঁর মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও পরিশ্রমী লেখক বাংলা সাহিত্যে বিরল। তিনি তাঁর অদম্য উৎসাহ ও নিষ্ঠায় রচনাবৃত্তে মানব জীবনের কথাকে শিল্পরূপে উত্তীর্ণ করেছেন। মূলত আমাদের গল্প পাঠের আকর্ষণ থেকেই বিশেষ কোনো সাহিত্যিকের রচনার প্রতি অনুরাগ জন্মায়। চোমং লামার সাহিত্যকর্মের সঙ্গে আজকের পাঠকের হয়তো পরিচয় তেমন নেই। কিন্তু একসময় বহুল জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। শোনা যায়, 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' পত্রিকার বিশেষ 'রংদার রবিবার' সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বিবসনা দ্রৌপদী' (২০১৬) উপন্যাসটি বহুল জনপ্রিয় হয়েছিল। চোমং লামার সাহিত্য জীবনের প্রথমদিকের রচনায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা গেলেও ক্রমে তাঁর গল্প-উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা, ইতিহাস চেতনা, সমাজজিজ্ঞাসা গভীরভাবে পাঠককে আকৃষ্ট করে। দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, গ্রামীণ অর্থনীতি, মানুষ, উত্তরবঙ্গের অরণ্য-প্রকৃতি সবকিছুকেই তিনি গভীর পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যে মানুষ ও অরণ্য-প্রকৃতির চিরন্তন সম্পর্ক প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তার পাশাপাশি স্বাধীনতা পরবর্তীকালের এবং সাতের দশকের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও উত্তাল সমাজ-বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। চোমং লামা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতাকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন গল্প-উপন্যাসে সেই বাস্তবতাকে প্রায় অক্ষুণ্ণভাবেই তুলে ধরেছেন।

আমরা চোমং লামার কথাসাহিত্য পাঠে তাঁর সৃজনশীলতার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করি। বিশেষ করে গল্প-উপন্যাসে তিনি যেভাবে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি এক নতুন জীবনে উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন যা অত্যন্ত ইতিবাচক। তাঁর কথাসাহিত্যে বিধৃত উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনজীবনের দৈনন্দিন জীবনযাপনের যে ইতিহাস ও সাতের দশকের উত্তাল পরিস্থিতি, সমাজ-বাস্তবতা পাঠককে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা, জীবিকার খোঁজে কলকাতা থেকে বিফল হয়ে শিলিগুড়িতে বসবাস করে অনেক কষ্টের যাপিত জীবন তাঁকে সাহিত্যিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। শুধু বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য নয়, পূর্বসূরিদের সঙ্গে তাঁর রচনার কোনোরকম মিল নেই। তিনি নিজেই একটি ধারার প্রবর্তক।

সাহিত্য পাঠের আগ্রহে গল্প-উপন্যাস আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। সেই আগ্রহ ও আকর্ষণ থেকেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র হিসেবে পড়াকালীন বিশেষ পত্র হিসেবে 'উপন্যাস ও ছোটগল্প' নির্বাচন করি। গল্প-উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে বিশেষত উত্তরের সাহিত্য নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে চোমং লামার রচনা চোখে পড়ে বেশ কিছু পত্রিকায়। চোমং লামা সম্পর্কে নিরন্তর অনুসন্ধানে নেমে পড়ি। তবে প্রায় অনালোচিত-অনালোকিত, অনুপস্থিত লেখকের বইপত্র পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। দীর্ঘ সময় কেটেছে বইপত্র সংগ্রহ করতে। সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা ঘুরে ঘুরে তাঁর গল্প-উপন্যাস সংগ্রহ করতে পেরেছি সাধ্যমত। চোমং লামার প্রাপ্ত তথ্যাদি নিয়েই গবেষণাকর্মে অগ্রসর হই।

চোমং লামার কথাসাহিত্য নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী হয়ে ওঠার আরেকটা কারণ হল— তাঁর কথাসাহিত্যে সাহিত্যের প্রায় সব দিকই মজুত রয়েছে। সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, বিভিন্ন আন্দোলন, ইতিহাস, পুরাণ, উত্তরবঙ্গের জনজীবন, অরণ্য-প্রকৃতি সবই রয়েছে। অথচ দু'একটি পত্রিকায় সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য নিয়ে গবেষণা হয়নি। তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়তে গিয়ে পাঠক বিরক্ত হন না; যেন এক বসাতেই কাহিনি শেষ করে অমলিন আনন্দ অনুভব করেন। তিনি মূলত কথাকার। এমন একজন প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিকের লেখা আজ প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এই গবেষণাকর্মের মধ্যে দিয়ে চোমং লামার লেখার সাথে পাঠক সমাজের যোগসূত্র তৈরি হবে—এটাই আমাদের লক্ষ্য।

চোমং লামা তাঁর কথাসাহিত্যের মাধ্যমে পাঠকের বোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য সহ্য করেছেন। দৃঢ়চেতা, অনমনীয় লেখক তবুও দমে যাননি। হাজার দারিদ্র্য-কষ্ট সহ্য করেও সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। তাঁর বই প্রকাশ করতে চাইতেন না কলকাতার কোনো প্রকাশক। তাঁর কোনো রচনাই প্রায় পুনরায় সংস্করণের কোনো তথ্য নেই। এমন আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষ চিরকাল অন্তরালেই থেকে গেছেন। জনকোলাহলের মাঝে এসে সাফল্যের শংসাপত্র প্রত্যাশা করেননি। গবেষক হিসেবে আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি এমন মহৎ স্রষ্টাকে নির্বাচন করেছে। এরকম অনালোচিত-অনালোকিত লেখকের সৃষ্টি ও জীবনকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা অত্যন্ত আবশ্যকীয় মনে হয়। চোমং লামা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যে আশাবাদের কথা বলেছেন আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে তার প্রাসঙ্গিকতা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানেই তাঁর স্বতন্ত্রতা।